উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২২ কার্তিক ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 9 November 2018 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in APD

২৩ ডিসেম্বর ভোট বাংলাদেশে। ▸▸ পাঁচের পাতায়

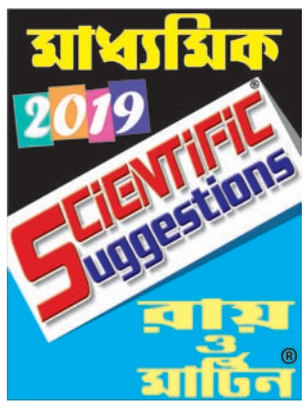

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি

আলিপুরদুয়ার, ৮ নভেম্বর ঃ আলিপুরদুয়ার কলেজেই গড়ে উঠতে চলেছে নয়া বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্য সরকারের তরফে আইন পাস করে বুধবার এ নিয়ে গেজেট নোটিফিকেশন করা হয়েছে। সেই নোটিফিকেশনে আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাক্টে আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই খবর জানিয়েছেন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরে এলে তাঁর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আলিপুরদুয়ার কলেজের জমির কাগজপত্র তুলে দেওয়া হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে দ্রুততায় আলিপুরদুয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পাস হল তা অভাবনীয়। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতেই তা সম্ভব হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে শীঘ্রই একটি প্রতিনিধিদল আলিপুরদুয়ারে আসবে।'

আলিপুরদুয়ার ইউনির্ভাসিটি অ্যাক্ট অনুযায়ী নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স-এর বিভিন্ন বিষয়ে পঠনপাঠন ও গবেষণার সুযোগ থাকবে। তা ছাড়া নয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চা-এর উপরেও বিশেষ পঠনপাঠন এবং গবেষণার সুযোগ থাকবে বলে জানা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হলেও এখানে স্নাতকস্তরের পঠনপাঠন যথারীতি চলবে বলে অ্যাক্টে বলা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার কলেজে এখন যে অধ্যাপকরা রয়েছেন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর নিয়মগত যোগ্যতা থাকলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবেন বলেও জানা গিয়েছে। তবে আলিপুরদুয়ার কলেজ পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ায় কলেজের পরিচালন সমিতির পরিকাঠামো পুরোপুরি বদলে যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে ইউনিভার্সিটি কাউন্সিল এবং পরে এগ্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের পর কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হবে তার রূপরেখা ঠিক করা হবে। পঠনপাঠন শুরু করার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ, রেজিস্ট্রার, কনট্রোলার অফ এগ্‌জামিনেশন প্রভৃতি পদে নিয়োগ করা হবে।

চলতি বছরের মধ্যে আলিপুরদুয়ারে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্য বিধানসভায় বিল পাস হয়। এরপর রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক প্রতিনিধিদল কোথায় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা যায় তা খতিয়ে দেখে। প্রতিনিধিদল সেই সময় আলিপুরদুয়ার কলেজ ছাড়াও আরও দুটি জায়গা পরিদর্শন করে। প্রতিনিধিদলের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ার কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বেছে নেয়। আলিপুরদুয়ার কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'সবদিক বিবেচনা করে আমরা নয়া বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য আলিপুরদুয়ারের নাম প্রস্তাব করেছিলাম। এরপর নয়ের পাতায়

অরিজিৎ সিংকে প্রার্থী করতে পারে বিজেপি

বালুরঘাট আসনের জন্য মুম্বইয়ের তারকার নাম বিবেচনা

জ্যোতি সরকার ● জলপাইগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের ছেলে অরিজিৎ সিং বেশ কয়েকবছর ধরেই বলিউডের সংগীত জগৎ শাসন করছেন। প্রথমে যখন তিনি মুম্বইয়ে যান তখন অবশ্য কিছুটা আড়ালেই ছিলেন। দীর্ঘদিন নীরবে কাজ করে গিয়েছেন আর এক বাঙালি ও সুরকার প্রীতমের সঙ্গে। কিন্তু আশিকি-২ তাঁকে বলিউডে লাইমলাইটে এনে দেয়। তারপর থেকে অরিজিৎকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। অরিজিৎ যে শুধু বলিউড শাসন করছেন, এমন নয়। টলিউডেও তিনি যখন বাঙালি সুরকারের সঙ্গে কাজ করেন তখনও তিনি শীর্ষেই থাকেন। অরিজিৎ সিংয়ের সেই জনপ্রিয়তাকেই এবার কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। ইতিমধ্যে লোকসভা ভোটের প্রার্থীতালিকা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এক প্রথমসারির বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে যেসব নাম বিবেচনা করা হচ্ছে তার মধ্যে অরিজিতের নাম রয়েছে সবথেকে আগে। ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অরিজিতের দেখা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে তালিকা চূড়ান্ত

হওয়ার আগে প্রার্থীদের নাম নিয়ে বিজেপির কোনো নেতাই মুখ খুলতে রাজি নন। কারণ পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা ভোটের কৌশল নিয়ে এবার বিজেপি সভাপতি অমিত শার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই কারণে দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়েছে। ফলে প্রার্থী তালিকা নিয়ে রাজ্য বিজেপির নেতারা মুখ বন্ধ রাখাই পছন্দ করছেন।

অরিজিতের পাশাপাশি বালুরঘাট আসনে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে দলের বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরি ও রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দেবশ্রী চৌধুরির নামও রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এই আসনে দিলীপবাবুকে প্রার্থী করতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নামের তালিকা সরাসরি দিল্লিতে পাঠানো হচ্ছে। তবে প্রার্থী চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে আরএসএস-এর মতামত প্রাধান্য পাবে। মালদা জেলার দুটি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিজেপি খুব সতর্কভাবে পা ফেলছে। এই জেলার বর্তমান দুই সাংসদের রাজনৈতিক অবস্থানের উপর বিজেপি নেতৃত্ব নজর রেখেছে। হালেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু জলপাইগুড়ি জেলায় রাজনৈতিক সফরে এসেছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হতে চেয়ে অনেকেই বায়োডেটা জমা দিয়েছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না।' রায়গঞ্জ আসনে তাঁর দাঁড়ানোর বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'জেলার নেতারা এই আসনে হেভিওয়েট কাউকে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন।'

এরপর নয়ের পাতায়

পাহাড়ের মন বুঝতে সমীক্ষা

সানি সরকার ● শিলিগুড়ি

৮ নভেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে পাহাড়ের মন বুঝতে চাইছে বিজেপি। সেইসঙ্গে দার্জিলিং আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থীর খোঁজও শুরু হয়েছে দলের মধ্যে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড়ের বর্তমান শাসক বিনয় তামাং-অনীত থাপারা এখনও পাহাড়ের মানুষের ভরসা হয়ে উঠতে পারেননি, এমন রিপোর্ট পেয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। ওই রিপোর্ট পেয়েই দার্জিলিং কেন্দ্র নিয়ে নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে কেন্দ্রের শাসকদলের মধ্যে। রিপোর্টটি যাচাই করে নিতে স্থানীয় নেতৃত্বকে বিশেষ সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, রথযাত্রায় পাহাড়কে শামিল করার উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এনিয়ে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে দলীয় বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ রায়চৌধুরির বক্তব্য, 'লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিষয়। রথযাত্রা সফল করার ক্ষেত্রে আমাদের কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, তা নিয়েই এদিন আমাদের আলোচনা হয়েছে।' এদিন, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলার প্রতিনিধিদের নিয়ে শিলিগুড়িতে বিজেপির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে দলের জেলা সভাপতির বাড়িতে বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বিমল গুরুং পাহাড়ছাড়া হলেও দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র কোনো অবস্থাতেই হাতছাড়া করতে নারাজ বিজেপি। পাহাড়ের রাশ বর্তমানে বিনয় তামাং-অনীত থাপাদের হাতে থাকলেও, তাঁদের প্রতি পাহাড়ের অধিকাংশ মানুষের আস্থা নেই বলে বিজেপি নেতৃত্ব রিপোর্ট পেয়েছে। এই রিপোর্টের পাশাপাশি দলের স্থানীয়স্তরেও একটি রিপোর্ট তৈরি করতে চাইছে কেন্দ্রের শাসকদল। এরপর নয়ের পাতায়

নোটবন্দির দু'বছর

জেটলির সাফাই উড়িয়ে মোদিকে তির মমতার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ কয়েকদিন আগেই অসমের তিনসুকিয়ায় পাঁচজন বাঙালিকে হত্যার ঘটনায় এনআরসি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়েছিল লোকসভা ভোটে তৃণমূলের প্রচারে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পেতে পারে। বৃহস্পতিবার তাঁর অবস্থান আরও স্পষ্ট করে তৃণমূল নেত্রী নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। বস্তুত, এদিন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি থেকে শুরু করে বেশিরভাগ বিরোধী নেতা প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হলেও মমতার সুর ছিল সবথেকে চড়া। ৮ নভেম্বর তারিখটিকে 'অন্ধকার দিন' বলে কটাক্ষ করে তৃণমূল নেত্রী বলেন, 'আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।

ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা। নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে।

প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আজ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ এবং সব বিশেষজ্ঞ আমার সঙ্গে একমত।' মমতা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।'

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মতে, অর্থনৈতিক হঠকারী পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে দেশের ক্ষতি করে তা মনে করার ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা চিন্তাভাবনা করা দরকার, তা বোঝার দিন আজ। রাহুল গান্ধির অভিযোগ, নোটবন্দি ভাবনাচিন্তা করে একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিরোধীদের এহেন সম্মিলিত আক্রমণ সত্ত্বেও নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল তা বোঝাতে বৃহস্পতিবার কার্যত একা কুম্ভের মতো মোদি সরকারের মুখরক্ষায় ব্যস্ত থাকলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। তাঁর সাফাই, নোট বাজেয়াপ্ত করাটা বিমুদ্রাকরণের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাকে মূল অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে এবং যাঁদের হাতে টাকা রয়েছে তাঁদের কর দিতে বাধ্য করাই ছিল এই সিদ্ধান্তের বৃহৎ লক্ষ্য। বিরোধীদের সমালোচনাকে উড়িয়ে জেটলির কটাক্ষ, 'বাতিল নোটের সবটাই ব্যাংকের হাতে ফিরে এসেছে বলে যে সমালোচনা হচ্ছে তা না জেনেবুঝে করা হচ্ছে।' জেটলির সাফাই, 'ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতের কর ব্যবস্থা।' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, 'নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। এই পদক্ষেপের কারণে গরিবদের জন্য সম্পদ, রাজস্ব ও পরিকাঠামো তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।' দেশের অর্থনীতিকে ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি ছিল বলেও ফেসবুকে দাবি করেন জেটলি। আয়কর রিটার্ন ও আয়করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিকে নোট বাতিলের সাফল্য হিসেবে দেখানোর চেষ্টাতেও এদিন কার্পণ্য করেননি অর্থমন্ত্রী।

দু-বছর আগে ৮ নভেম্বর রাত আটটা নাগাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে ঐতিহাসিক নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পুরোনো নোট বদল ও জমা করার জন্য দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষকে লাইন দিতে হয়েছিল ব্যাংক ও ডাকঘরগুলির বাইরে। নোট বাতিলের লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানো সত্ত্বেও খালি হাতে ব্যাংক, ডাকঘর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল বহু মানুষকে। হাত উলটে দিয়েছিল এটিএম-ও। কালো টাকা ও জাল নোটের সমান্তরাল কারবার রুখতে ও জঙ্গিদের আর্থিক মদতের ঘাড় ভাঙতে মোদি সরকারের ওই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকর হয়েছিল তা নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে মহাত্মা গান্ধি সিরিজের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। এরপর নয়ের পাতায়

হাতি ধান খেয়ে যাওয়ায় বিপাকে চাষিরা

সুনীল রায় ● বীরপাড়া

৮ নভেম্বর ঃ খেতে এখনও সব ধান পাকেনি। আর এই সময়ে সারা রাত ধরে কচি ধান খেয়ে খেত দাপিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাচ্ছে হাতির পাল। গ্রামবাসীরা রাতপাহারা দিয়েও ধান রক্ষা করতে পারছেন না। তাই হাতির হানা থেকে বাঁচাতে আগেভাগেই কাঁচা ধান কেটে নিতে হচ্ছে। অবস্থা এতটাই বেগতিক যে গ্রামবাসীরা ধান চাষ ছেড়ে বিকল্প চাষের কথাও ভাবতে শুরু করেছেন।

দু-মাস ধরে হাতির সঙ্গে কৃষকদের কার্যত লুকোচুরি চলছে। তবুও দুই মাসে প্রায় ৫০ বিঘা জমির ধান খেয়ে ফেলেছে বুনো হাতির পাল। এতে মাথায় হাত পড়েছে কৃষকদের। ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নরসিংপুর, মেছুয়াধুরা এলাকার কৃষকরা জানান, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ধানের শিষ বেরোনোর সময় থেকে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ধান নষ্ট করে দিয়েছে বুনো হাতির পাল। খেতে এখন কিছু ধান পেকেছে। কিছু ধান এখনও কাঁচা রয়েছে। কিন্তু রোজই হাতি এসে পাকা ধান খেয়ে চলে যাচ্ছে। বছরভর কী খাবেন এখন এই দুশ্চিন্তাতেই রয়েছেন সপিকুল ইসলাম, বাবুল মিয়াঁ, নুরুল হক, ওসমান মিয়াঁ, শংকর ওরাওঁ, এতোয়া ওরাওঁ, সহরাই ওরাওঁ, নূর ইসলাম, তাহের হোসেন, মজিবুল হক, ঝারি ওরাওঁয়ের মতো প্রান্তিক কৃষকরা।

স্থানীয় কৃষক সফিকুল ইসলাম বলেন, 'টংঘর বানিয়ে পালা করে রাতপাহারা দিচ্ছি। তাও ধান রক্ষা করতে পারছি না। দলমণি জঙ্গল থেকে বুনো হাতির পাল কলি নদী পেরিয়ে কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে ধানখেতে ঢুকে পড়ছে।' তিনি বলেন, 'সারা বছরের খাবারের জোগান ধান। কিন্তু এবার কেউই ঘরে ধান তুলতে পারব না। পাহারা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সার্চলাইট নেই। চোখের সামনে বুনো হাতির পাল ধান খেয়ে যাচ্ছে। কিছুই করতে পারছি না। সূর্যের আলো ফোটার আগে নদীর পাড়ের জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। আবার সন্ধ্যা নামতেই নদী পেরিয়ে চলে আসছে।'

এরপর নয়ের পাতায়

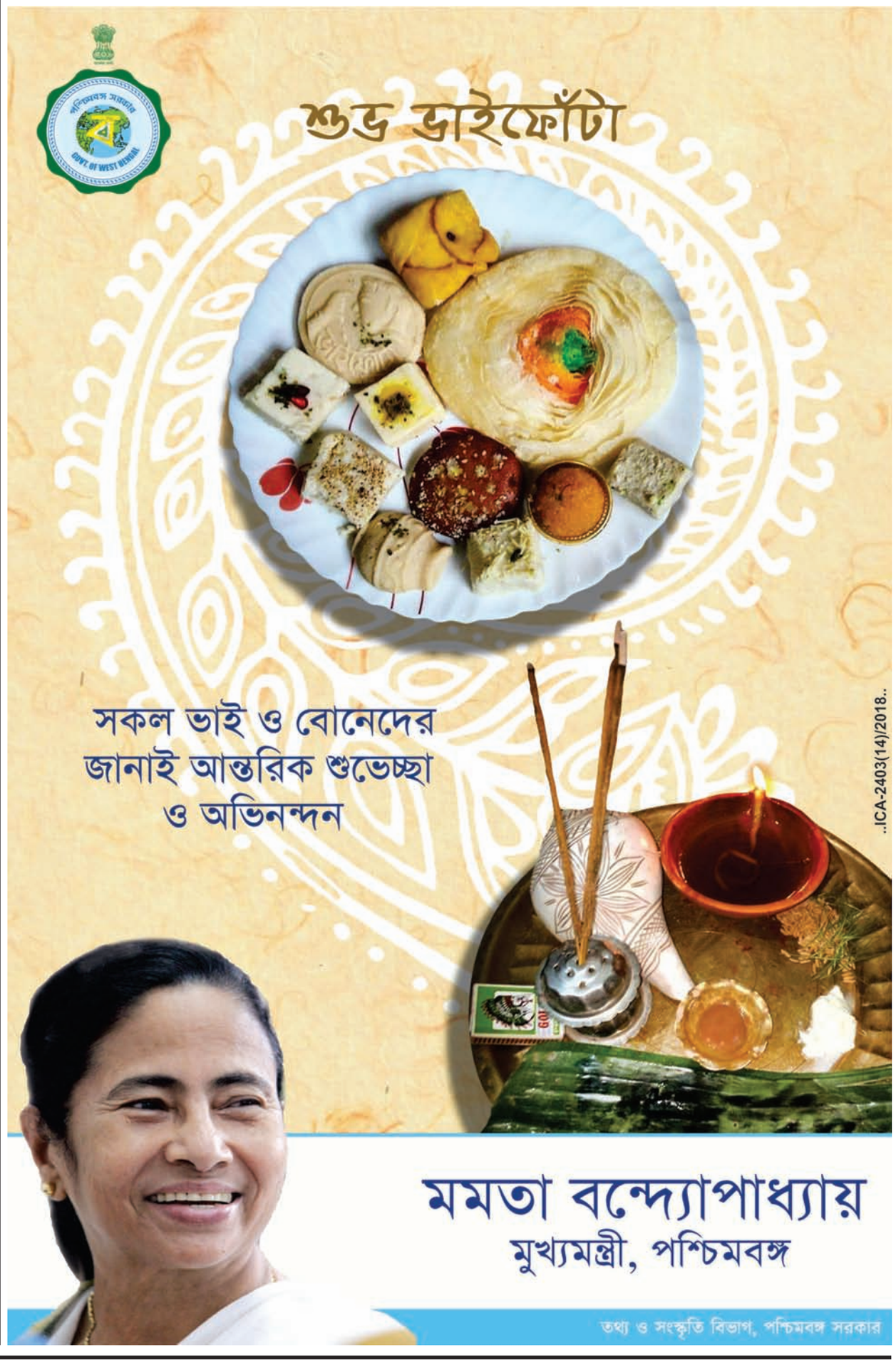

জয়দেবপুরটাপু যেন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ● কুমারগ্রাম

৮ নভেম্বর ঃ গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা বলে কিছু নেই। কখনও নৌকায়, কখনও বালুপাথরের এবড়ো-খেবড়ো নদীচরে হেঁটে, কখনও বাঁশের সাঁকো কিংবা ধানখেতের আল আবার কখনও একহাঁটু জল পেরিয়ে বছরভর যাতায়াত করেন দুর্গম ধনতলি এবং জয়দেবপুরটাপুর বাসিন্দারা। কবে যাতায়াত সমস্যা মিটবে তা জানেন না চারদিক নদীঘেরা দুর্গম দুই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দারা।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে দাবি জানিয়ে এলেও রায়ডাক নদীর ওপর সেতু নির্মাণ হয়নি। ফলে চারদিক থেকে রায়ডাক নদীঘেরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ধনতলি ও জয়দেবপুরটাপুর বাসিন্দারা এভাবেই বহু কষ্টে কয়েক কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চলাচল করেন। বাজারহাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, থানা, গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা বিডিও অফিস সহ যাবতীয় কাজে রায়ডাক নদী পেরিয়ে কুমারগ্রাম কিংবা খোয়ারডাঙ্গায় যাতায়াত করেন ওই দুই দুর্গম গ্রামের মানুষ। বর্ষার মরশুমে পরিস্থিতি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। পাহাড় এবং সমতলে ভারী বৃষ্টির কারণে তখন দু-কূল ছাপিয়ে রীতিমতো ফুঁসতে থাকে পাহাড়ি নদী রায়ডাক। বন্ধ হয়ে যায় খেয়া পারাপার। তখন মাসদুয়েক কার্যত জলবন্দি হয়ে থাকেন গ্রামবাসী। যোগাযোগের অভাবে অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা নিয়ে চরম বিপাকে পড়েন তাঁরা।

এমনভাবেই যাতায়াত করতে হয় জয়দেবপুরটাপুর বাসিন্দাদের। -সংবাদচিত্র

স্কুল পড়ুয়া বিক্রম বিশ্বাস, রত্না মহন্ত, কাজল বর্মন, আকাশ কুজুর, হিমানী ভৌমিকরা জানায়, হাইস্কুলে যাতায়াতের জন্য বাড়ি থেকে ২-৩ ঘণ্টা আগে বের হতে হয়। সাইকেল নিয়ে বালুচরে চলতে প্রচণ্ড অসুবিধে হয়। এরপর নৌকার জন্য বেশকিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। সেতুর অভাবে যাতায়াতের জন্য এভাবেই প্রতিদিন তাদের যুদ্ধ করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা কমল বিশ্বাস, প্রহরী মহন্ত, জীতেন্দ্র বর্মন, রতন কুজুর, স্বপন ভৌমিক, কান্দ্রা কুজুর হেমেন্দ্র দাসরা জানান, সাংসদ, বিধায়ক এমনকি প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে বহু আবেদন-নিবেদন করেও আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলেনি। দেশ স্বাধীনের পর বহু জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হলেও আমরা আজও বিচ্ছিন্ন দ্বীপেই পড়ে রয়েছি।

কলেজ পড়ুয়া অমিয়বালা দাস, শিবা কুজুর, মৃদুল ভৌমিকরা জানান, পুজোর সময় তাঁদের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ইচ্ছে থাকলেও যাতায়াত সমস্যার কারণে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে পুজো দেখা হয় না। ছোটোরাও পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। নদী পারাপারে সেতু নেই। নৌকাঘাট সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পুজো, উৎসবের আনন্দ বলে তাঁদের জীবনে আলাদাভাবে কিছু নেই। প্রায় একই কথা বলেছেন দুই গ্রামেরই গৃহবধূরাও। রত্না দাস, লিপিকা রায়দাস, কুন্তী বর্মন, হেমন্তী কুজুরদের মতো গৃহবধূরা জানান, কয়েক দশক আগে বিয়ের সময় নৌকায় চেপে প্রথম শ্বশুড়বাড়িতে এসেছিলাম। এরপর নয়ের পাতায়